পাক-ভারতকে কাছে আনতে চাইছে চিন

বেজিং, ১২ জুন ঃ ভারত ও পাকিস্তান চাইলে দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক মেরামতির ক্ষেত্রে বন্ধুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে চিন। চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই এ দিন জানিয়েছেন, সাংহাই সংহতি সংস্থা (এসসিও)-র মঞ্চকে ব্যবহার করে নয়াদিল্লি এবং ইসলামাবাদ পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারে। বেজিংও চায়, পড়শি দুই দেশ নিজেদের মতবিরোধ মিটিয়ে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুক। এশিয়ার অগ্রগতির ক্ষেত্রে ভারত-পাক মৈত্রীর বড়ো প্রভাব পড়বে বলেই বিশ্বাস করেন চিনা নেতারা। ওয়াং ই বলেন, 'ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ঐতিহাসিক বিরোধ আছে, এটা আমরা জানি। তার পরেও বলছি, এসসিও-র মতো মঞ্চটি তাদের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সেতুর মতো কাজ করতে পারে। এই ব্যাপারে চিনের যদি কিছু করার থাকে, তা হলে তারা তা অবশ্যই করবে।'

বিজেপি-কে আটকানোর ডাক

লখনউ, ১২ জুন ঃ আসন্ন লোকসভা ভোটে দলিত ইশ্যুতে মোদি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ডাক দিল ভীম সেনা। আর তার জন্য যে দল বা জোট গেরুয়া ব্রিগেডকে হারাতে পারবে তাদের পাশে থাকবে তারা। গতবছর সাহারানপুর গোষ্ঠী সংঘর্ষে নাম জড়িয়েছিল এই সংগঠনটির। ভীম সেনা বলেছে, আগামী লোকসভা ভোটে বিজেপি এবং আরএসএসের বিরুদ্ধে জনমত তৈরির কাজে নামবে তারা। সংগঠনের সভাপতি বিনয় রতন সিং বলেন, 'আমরা কোনো রাজনৈতিক দল নই। বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকারের অনুগামী। দলিত সহ সমাজের সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নে আমরা বিশ্বাসী। আমরা বিজেপি এবং আরএসএসের বিরোধী। ওরা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে।'

লঙ্কেশ হত্যায় ধৃত আরও এক

বেঙ্গালুরু, ১২ জুন ঃ সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ হত্যার সূত্রে আরও এক জনকে গ্রেফতার করল বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। ধৃত ব্যক্তির নাম পরশুরাম ওয়াগমারে (২৬)। উত্তর কর্ণাটকের বিজাপুর এলাকার সিন্ধাগি থেকে গ্রেফতার করা হয় তাকে। মঙ্গলবার এসিএমএম কোর্টের তিন নম্বর এজলাসে পরশুরামকে তোলা হলে তাকে ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশের সন্দেহ, গৌরী লঙ্কেশকে গুলি করে হত্যা করেছিল যে দুষ্কৃতীরা, তাদের মধ্যে পরশুরামও ছিল। যদিও এ নিয়ে বিস্তারিত কিছু তারা বলতে চায়নি।

সিরিয়া : ৪ মাসে উদ্‌বাস্তু ৯ লক্ষ

দামাস্কাস, ১২ জুন ঃ সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের উদ্‌বেগ বাড়ছে। এবছর প্রথম চারমাসে সিরিয় ঘর ছেড়েছেন অন্তত ৯ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ। সিরিয়ায় আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থার আঞ্চলিক প্রধান পানোস মুমতিজ জানিয়েছেন, '২০১১ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়েছেন। গতবছর সিরিয়ায় আইএসের পতনের পর উদ্‌বাস্তুর সংখ্যা কিছুটা কমেছিল। তবে সম্প্রতি সরকারি বাহিনী ও বিদ্রোহী জোটের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর ফের ঘরছাড়ার সংখ্যা বেড়েছে।' পানোস বলেন, 'বর্তমানে সিরিয়ার প্রায় ৬২ লক্ষ নাগরিক নিজের দেশেই শরণার্থী শিবিরে বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রাণ বাঁচাতে প্রতিবেশী দেশগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা ৫৬ লক্ষ।' সম্প্রতি বিদ্রোহীদের দখলে থাকা ইবলিব দখলের জন্য অভিযানে নেমেছে সিরিয়ার সরকারি বাহিনী। তাদের সাহায্য করছে রাশিয়া।

অমিত আসছেন

কলকাতা, ১২ জুন (সংবাদ) ঃ আগামী ২৭ জুন কলকাতায় আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা। ওইদিন কলকাতায় তাঁর বেশ কিছু কর্মসূচি তৈরি করেছে রাজ্য বিজেপি। ওই দিন বিস্তারক, পালকদের নিয়ে বৈঠক করার কথা তাঁর। সেই সঙ্গে তিনি বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেও বৈঠকও করবেন। ২৮ জুন তাঁর যাওয়ার কথা পুরুলিয়ার বলরামপুরে। নিহত দুই দলীয় কর্মীর বাড়িতেও যাওয়ার কর্মসূচি রয়েছে তাঁর।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

কলকাতা, ১২ জুন (সংবাদ) ঃ এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করল তাঁর স্বামীকে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বরানগরে। মৃতার নাম মীনা দাস। এদিন সকালে ছাদের চিলেকোঠার ঘরে সীমার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার পর সেখানে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃতার বাপের বাড়ি লোকেদের অভিযোগক্রমে পুলিশ তাঁর স্বামী চন্দন দাসকে গ্রেফতার করে।

কালো মেঘে ঢেকেছে আকাশ।। নলহাটির ভদ্রপুরে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

উষ্ণায়নে ক্ষতি হবে সবজি চাষে, রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ গবেষকদের

টাম্পা (ফ্লোরিডা), ১২ জুন ঃ বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে সবচেয়ে ক্ষতি হবে সবজি চাষে, সাম্প্রতিক রিপোর্টে এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মার্কিন গবেষকরা। তাঁরা জানিয়েছেন, চলতি শতাব্দীর শেষ দিকে বিশ্বে জল সংকট বাড়বে। পাশাপাশি বাড়বে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রাও। এই দুইয়ের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কৃষিতে। সবজি সহ যেকোনো কৃষিপণ্যের উৎপাদন কমে যাবে। এর প্রভাব পড়বে জনস্বাস্থ্যেও। কারণ, ফল, সবজি ছাড়া স্বাস্থ্যকর খাদ্যতালিকা হয় না। তাহলে উপায়? গবেষকদের বক্তব্য, নতুন কৃষি পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে না পারলে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া কঠিন হবে।

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বহুকাল আগে থেকেই জনজীবনে উষ্ণায়নের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে সতর্ক করে আসছেন। তাঁরা বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে কৃষিক্ষেত্রে। ফলে কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দেশগুলি সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খায়। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল তাৎক্ষণিকভাবে দেখা যায় না বলে বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। কিন্তু গত কয়েক দশকে যেভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার ভূপ্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে, তাতে আর চুপ করে বসে থাকার উপায় নেই বলে বুঝেছেন রাষ্ট্রনেতারা।

> ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এ প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, যে হারে উষ্ণায়ন হচ্ছে, তা যদি চলতে থাকে, তা হলে ২১০০ সালের মধ্যে নিশ্চিতভাবে বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। এর ফলে কৃষিপণ্যের গড় উৎপাদন কমবে ৩১.৫ শতাংশ।

ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এ প্রকাশিত রিপোর্টে এই কথাটি আরও এক বার মনে করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, যে হারে উষ্ণায়ন হচ্ছে, তা যদি চলতে থাকে, তা হলে ২১০০ সালের মধ্যে নিশ্চিতভাবে বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। এর ফলে কৃষিপণ্যের গড় উৎপাদন কমবে ৩১.৫ শতাংশ। লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক তথা রিপোর্টটির অন্যতম লেখক পাউলিন স্কিলবিক বলেন, 'তাপমাত্রার পরিবর্তন, জলাভাব সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবর্তনগুলো চাষবাসের ওপর বিপুল প্রভাব ফেলবে। এর অবধারিত প্রতিক্রিয়ায় খাদ্যাভাব দেখা দেবে গোটা বিশ্বে। খাদ্যাভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষ। পুষ্টির অভাব তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। দক্ষিণ ইউরোপ, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় উষ্ণায়নের প্রভাব সবচেয়ে বেশি মাত্রায় পড়বে বলেও আমরা আশঙ্কা করছি।' কিছুদিন আগে অন্য কিছু রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে অন্য অনেক ক্ষতি হলেও কৃষি উৎপাদন বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই রিপোর্টকেও ভুল বলে দাবি করেছেন আর- এক গবেষক অ্যালান ড্যাঙ্গুর। তিনি বলেন, '১৯৭৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত কৃষিপণ্যের উৎপাদন বিষয়ক ১৭৫টি গবেষণাপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে আমরা রিপোর্ট তৈরি করেছি।

উষ্ণায়ন কোনোভাবেই পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের সুবিধা করে দেবে না।' তাঁর বক্তব্য, যেমন চলছে চলুক মনোভাব নিয়ে এগোলে এই শতকের শেষেই মহাবিপদে পড়ব আমরা। বরং আন্তঃরাষ্ট্র সহযোগিতার মাধ্যমে যদি সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদনের ছক বদলানো যায়, তাহলে কিছু সুরাহা হতে পারে।

রবিশংকরকে কটাক্ষ মায়ার

লখনউ, ১২ জুন ঃ বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করলেন বসপা সুপ্রিমো মায়াবতী। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদকে কটাক্ষ করে মঙ্গলবার তিনি বলেন, 'আইনমন্ত্রক যদি ডাকঘর না হয়, তাহলে তাদের থানা হওয়ারও কোনো অধিকার নেই।' উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কেএম জোশেফকে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ ঘিরে যে টালবাহানা চলছে সে ব্যাপারে আইনমন্ত্রকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বহেনজি। মায়াবতীর অভিযোগ, মোদি সরকার বিচারবিভাগের অমর্যাদা করছে। বিচারবিভাগের প্রতি শাসনবিভাগ যে আচরণ করছে তাও সঠিক নয়। কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিজেপি সরকার সংবিধানের মূল উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কাজ করছে। মায়াবতী বলেন, 'বিরোধী দল এবং গোটা দেশের জনতার কাছে বিচারবিভাগই হল একমাত্র আশার আলো। তাদের প্রতি এই আচরণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' গতকাল কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সাফাই দিয়েছিলেন, সুপ্রিমকোর্টের কলেজিয়ামের কাছে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নামের সুপারিশ ফেরত পাঠানোয় মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। এর জবাবে মায়াবতী বলেন, বিজেপির মন্ত্রীরা যদি বিচারবিভাগকে সম্মান দেখাতে না পারেন, তাহলে অপমান করা থেকে তাঁরা যেন বিরত থাকেন।

তাজমহলে বিক্ষোভ

আগ্রা, ১২ জুন ঃ তাজমহলের পশ্চিম দিকের প্রবেশপথে মেটাল ডিটেক্টর লাগানো ঘূর্ণি দরজা লাগানোর প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখালেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের সদস্যরা। এদিন সকালে কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালার আধিকারিকরা যখন একটি দরজা লাগানোর কাজ করছিলেন, ঠিক তখনই সেখানে বিক্ষোভ দেখাতে হাজির হন ভিএইচপির শ-খানেক সদস্য। 'মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করে তাজমহলে দরজা বসাতে দেব না' বলে তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন। এই সময় এএসআই কর্মীদের তাঁরা বাধাও দেন বলে অভিযোগ। ভিএইচপির স্থানীয় নেতা রবি দুবের নেতৃত্বে এদিন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন হিন্দুত্ববাদীরা। রবিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'তাজমহলের পশ্চিম দিকের দেয়ালের গা ঘেঁষে চারশো বছরের প্রাচীন সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। তাজমহলের পশ্চিম প্রবেশপথে দরজা বসানো হলে মন্দিরের প্রবেশপথ আটকে যাচ্ছে। তাই আমরা এর বিরোধিতা করছি।' এই ঘটনার জেরে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এদের মধ্যে ভিএইচপি নেতা রবি দুবের নামও রয়েছে।

জেহাদ ঘোষণা কেজরির

নয়াদিল্লি, ১২ জুন ঃ গোটা বিশ্ব যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প আর কিম জং উনের বৈঠক নিয়ে মশগুল, তখন সে দিকে না তাকিয়ে দিল্লির হয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির স্বতন্ত্র অধিকার ছিনিয়ে আনতে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজলের বিরুদ্ধে। সোমবার তিনি বাইজলের সরকারি বাসভবন রাজ নিবাসে সারা রাত ধরনায় বসেছিলেন। মঙ্গলবার কেজরিওয়াল জানিয়ে দেন, তিনি ও তাঁর স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন অনির্দিষ্টকাল ধরে ধরনা চালিয়ে যেতে প্রস্তুত। উপরাজ্যপাল এবং দিল্লি প্রশাসনের বিক্ষুব্ধ আমলাদের অসহযোগিতার প্রতিবাদেই মুখ্যমন্ত্রীর এহেন ধরনা বলে জানা গিয়েছে। কেজরিওয়ালের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার বরাবরই আপ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করে আসছে। কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে উপরাজ্যপাল বাইজল সম্ভাব্য সবরকমভাবে বাধা দিয়েছেন কেজরিওয়াল সরকারকে। এখন আমলারাও সেই একই কাজ করছেন, যার কোনো প্রতিকার মিলছে না।

প্রেমিকার আত্মহত্যা, ধৃত

কলকাতা, ১২ জুন (সংবাদ) ঃ সোনারপুর থানার বৈদ্যপাড়ায় ফেসবুক লাইভ ছবি দিয়ে রবিবার আত্মহত্যা করেছিল মৌসুমি মিস্ত্রি (১৮) নামে দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী। তাঁকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে সোমবার রাতে সুমন দাস ওরফে আরিয়ান নামে এক যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করে। তার বাড়ি কুড়িগাছিতে। সোমবার রাতে পুলিশ তাকে ধরতে যখন বাড়িতে যায় তখন সে বাড়িতেই ছিল। পালাবার চেষ্টা করেও সফল হয়নি।

জানা গিয়েছে, হালে সুমনের সঙ্গে মৌসুমির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুমন সম্ভবত তাকে কিছু বলার কারণেই সে আত্মহত্যা করে। জানা গিয়েছে, ইতিপূর্বে মৌসুমি আরও একবার বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে শুভ নামে এক যুবককে গোপনে বিয়ে করেও সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ায়। এর পরেই সুমনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

শিক্ষিকাকে স্কুলে ঢুকতে বাধা তৃণমূল নেতার

কলকাতা, ১২ জুন (সংবাদ) ঃ বরানগরের এক স্কুল শিক্ষিকাকে অবৈধভাবে স্কুল থেকে বহিষ্কার এবং প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। শিক্ষিকাকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি প্রতীক প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট তলব করেছেন।

রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

বরানগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দিরের শিক্ষিকা তনুজা সামন্ত ২০০১ সালে কাজে যোগ দেন। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে তাঁর বেতন থেকে ৫ হাজার টাকা কেটে নেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। এর কারণ জানতে চাইলে কোনো উত্তর পাননি তিনি। এরপর তাঁকে স্কুল থেকে প্রথমে সাসপেন্ড এবং পরে বহিষ্কার করা হয়। স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা স্বপন চক্রবর্তী স্কুল থেকে অন্যায়ভাবে তাঁকে বহিষ্কার করেন এবং প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেন বলে অভিযোগ। শিক্ষিকা বরানগর থানায় এফআইআর করতে চাইলেও প্রথমে পুলিশ তা নিতে চায়নি বলে অভিযোগ করেন। পরে কোর্টের নির্দেশে অভিযোগ নেয় পুলিশ। কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকায় ওই বহিষ্কৃত শিক্ষিকা ফের কোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁর আইনজীবী অমরনাথ আগরওয়াল বলেন, আমার মক্কেলকে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ওই তৃণমূল নেতা প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন। ওই শিক্ষিকা আতঙ্কে বাড়ি থেকে বেরোতে পারছেন না। এমনকি তাঁর শ্বশুরমশাই এবং স্বামীকেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

বিচারপতি প্রতীক প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই শিক্ষিকাকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি, সরকারের কাছে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্টও চেয়েছেন।

কৃতীদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার নবান্নে। ছবি ঃ রাজীব মণ্ডল

মাদ্রাসার কৃতীদের সংবর্ধনা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২জুন ঃ রাজ্য সরকার মাদ্রাসা, হাই মাদ্রাসার কৃতী পড়ুয়াদের দশ হাজার টাকা করে দিচ্ছে। এদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী ওইসব পরীক্ষার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেন। তাদের অনেকেই চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, আইএএস, আইপিএস, বিসিএস হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় রীতিমতো খুশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, জীবনের পথে তাদের এগিয়ে যেতে সরকার সবসময় পাশে থাকবে। এবারই প্রথম মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক সহ সমপর্যায়ের পরীক্ষায় কৃতীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দশ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী তাদের ল্যাপটপ ও নিজের লেখা বই সহ বিভিন্ন উপহার তুলে দেন। তাঁর আন্তরিকতা এবং মধুর ব্যবহারে আপ্লুত পড়ুয়ারাও। তারাও চায় আরও পড়াশোনা করে লক্ষ্য পূরণ করতে। মাদ্রাসা, হাই মাদ্রাসার পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে তিনি যে খুশি, মুখ্যমন্ত্রী সেকথা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েও দেন। পাশাপাশি পড়ুয়াদের সঙ্গে তাঁর ও মন্ত্রীদের একাধিক ছবি পোস্ট করেন। সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, মুখ্যসচিব মলয় দে প্রমুখ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশকে অ্যাম্বুলেন্স ঃ কলকাতা পুরসভার তরফে কলকাতা পুলিশকে ৪১টি অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হচ্ছে। বুধবার সন্ধ্যায় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা পুলিশকে ওই অ্যাম্বুলেন্সগুলি দেবেন। কলকাতা পুরসভার মেয়র তথা মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও পদস্থ আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি, জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা

কলকাতা, ১২ জুন (সংবাদ) ঃ দিনকয়েক আগেই রাজ্যে বর্ষা ঢুকে গিয়েছে। শুরুতেই দাপট দেখা গিয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর। মঙ্গলবার দুপুরেই কলকাতা, হাওড়া সহ সংলগ্ন জেলায় শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টি। ঘণ্টাখানেক পর বৃষ্টিপাতের দাপট কমলেও আকাশ পরিষ্কার হয়নি। ঝিরঝিরে বৃষ্টির পাশাপাশি পড়তে থাকে একের পর এক বাজ। বজ্রপাতের আতঙ্কে দুপুরেই শুনসান হয়ে যায় মহানগরী। দোকানে, বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে পড়ে পথচলতি মানুষ। যদিও কলকাতা সংলগ্ন এলাকায় বজ্রপাতের জেরে হতাহতের কোনো খবর নেই। বাজ পড়ে পূর্ব রেলওয়ের সার্ভারও অচল হয়ে পড়েছে। ফলে রেলের অনলাইন টিকিট বুকিং বন্ধ হয়ে যায়। দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতেও যাত্রী আসনের নতুন তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ফলে টিকিটে পূর্বনির্ধারিত আসন অনুযায়ী যাত্রীদের ট্রেনে ওঠার আবেদন জানায় রেল কর্তৃপক্ষ। ঝড়-বৃষ্টির জেরে এদিন হাওড়া ও শিয়ালদা শাখায় ট্রেন চলাচলও ব্যাহত হয়।

অন্যদিকে, এদিনের মাত্র একঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, আমহার্স্ট স্ট্রিট, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি সহ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা। হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও জল জমেছে। আবার ডাফরিন রোড, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ সহ কলকাতার অনেক জায়গায় রাস্তার উপর গাছ ভেঙে পড়েছে। ফলে অফিস ছুটির সময় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। বুধবারও কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তাই পরিস্থিতি মোকাবিলায় নবান্নয় জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বুধবারই কলকাতা পুর আধিকারিক এবং হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র।

কেন্দ্রের আমলা নিয়োগ, উদ্‌বিগ্ন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুন ঃ কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে যুগ্মসচিব পর্যায়ে নিয়োগ করতে চাওয়ার প্রস্তাব নিয়ে উদ্‌বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য প্রতিভাবান ব্যক্তিদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে যোগ দিতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর কিছু উদ্‌বেগ আছে বলে জানান তিনি। কেন্দ্র দশটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের জন্য বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে যুগ্মসচিব নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে। এ নিয়ে এদিন সন্ধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়া জানান মুখ্যমন্ত্রী। সরাসরি এর বিরোধিতা না করলেও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মরত আমলারা ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োজিত হন। এই পদ্ধতি স্বচ্ছ বলেই মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, এইসব আমলারা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ হবেন বলে আশা করা যায়। চট করে এই পদ্ধতির পরিবর্তন জাতির পক্ষে ভালো হবে না বলে তিনি মনে করেন। বলেন, এখন কেন্দ্রীয় সরকারেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কর্মরত আমলারা খুবই নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ও গোপনীয়তা রক্ষা করে কাজ করেন। যেখানে দেশ ও জাতির স্বার্থই প্রাধান্য পায়। এইসব প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, এই নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন করে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে পদস্থ আমলাদের (যুগ্মসচিব ও সম পর্যায়ে) নিলে সরকারে কর্মরত নিষ্ঠাবান আধিকারিকদের সমস্যা হতে পারে। এইসব গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয়ের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে বিতর্ক ও আলোচনা প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন। বিভিন্ন রাজ্য সরকার, সর্বভারতীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মরত প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন বলে জানান তিনি।

জেলে মাদক পাচার করতে গিয়ে ধৃত ছাত্রী

কলকাতা, ১২ জুন (সংবাদ) ঃ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের পর এবার মাদক পাচারকাণ্ডে শিরোনামে উঠে এসেছে দমদম সেন্ট্রাল জেল। মাদক পাচারের অভিযোগে মঙ্গলবার গ্রেফতার হয়েছে এক কলেজ ছাত্রী। পুলিশ জানায়, ধৃত ছাত্রীর নাম সুস্মিতা মালাকার। সে জেলবন্দি ভগীরথ সর্দারকে একটি পাউডারের কৌটোয় করে ২৩০ গ্রাম হেরোইন দিচ্ছিল। যার আনুমানিক মূল্য ৩ লক্ষ টাকা। সম্প্রতি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে একই কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছেন এক চিকিৎসক।

দমদম সেন্ট্রাল জেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ভগীরথকে প্রেমিক পরিচয় দিয়ে এদিন সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সুস্মিতা মালাকার। তারপর সকলের অলক্ষ্যে সে হেরোইন ভরতি পাউডার কৌটোটি ভগীরথের হাতে তুলে দিচ্ছিল। সিসিটিভি ফুটেজে সেই ছবি দেখা মাত্র জেলের নিরাপত্তারক্ষীরা সুস্মিতাকে পাকড়াও করে। তারপর হেরোইনের কৌটো সমেত তাকে দমদম পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কলেজ ছাত্রী সুস্মিতা কীভাবে হেরোইন পেল এবং কেন জেলবন্দিকে দিতে এসেছিল তা এখনও জানা যায়নি। সুস্মিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় মৃত ২ পুলিশকর্মী

শ্রীনগর, ১২ জুন ঃ মঙ্গলবার জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় জঙ্গি হামলায় ২ পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এদিনই অনন্তনাগ জেলায় জঙ্গিদের গ্রেনেড হামলায় ১০ সিআরপিএফ জওয়ান গুরুতর আহত হয়েছেন।

আহত ১০

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে পুলওয়ামা জেলা আদালতের সামনে পুলিশ পিকেট লক্ষ্য করে আচমকাই কয়েকজন জঙ্গি গুলি চালানো শুরু করে। পুলিশকর্মীরাও পালটা গুলি ছোড়েন। দু-পক্ষের গুলির লড়াইয়ে ২ পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়। সুযোগ বুঝে নিহত দুই পুলিশকর্মীর অস্ত্র নিয়ে পালায় জঙ্গিরা। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের মুখপাত্র জানান, এখনও পর্যন্ত হামলাকারীদের কাউকে ধরা যায়নি। তবে পুলওয়ামা জেলা আদালত চত্বর ঘিরে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, অনন্তনাগ জেলার জংলাত মান্ডি এলাকায় সিআরপিএফ পোস্ট লক্ষ্য করে জঙ্গিরা গ্রেনেড ছুড়লে গুরুতর আহত হন ১০ সিআরপিএফ জওয়ান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভরতি করা হয়। আপাতত সকলের অবস্থা স্থিতিশীল বলে পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন।

নীতি আয়োগের বৈঠকে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুন ঃ নীতি আয়োগের বৈঠকের দিন বদল হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই বৈঠকে যোগ দিতে পারেন। ১৬ জুন ওই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন ইদ থাকায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ওই দিন যেতে পারবেন না। আরও অনেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও এই নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন বলে খবর। নবান্ন সূত্রে জানা যায়, এখন ঠিক হয়েছে ১৬ জুনের পরিবর্তে ওই বৈঠক হবে ১৭ জুন। এই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী ওই বৈঠকে যোগ দিতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপস্থিত থাকবেন।

রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্র কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ করে থাকে রাজ্য। বিভিন্ন প্রকল্প বাবদ কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা পাওনা বলে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি। এই প্রাপ্য টাকার দাবি জানিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে পরপর তিনটি চিঠি দিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিলে মুখ্যমন্ত্রী ফের এই দাবি তুলতে পারেন।

টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ

কলকাতা, ১২ জুন (সংবাদ) ঃ বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা টাওয়ার গোষ্ঠীর বিক্রি করা সম্পত্তির অর্থ শৈলেন্দ্র প্রসাদ তালুকদার কমিটির হাতে তুলে দিতে হবে। এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের চিটফান্ড সংক্রান্ত মামলার শুনানির দায়িত্বে থাকা বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছে ওই টাকা দিতে হবে। তালুকদার কমিটিকে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে ওই টাকা সেখানে জমা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সংস্থার আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য প্রথম শ্রেণির তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।